তারিখ ২৭/১০/৮১

পৃষ্ঠা

083

…ণ, পেলেন জে[illegible] টবিন

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস টবিন অর্থবাজারের শক্তিসমূহ এবং বিনিয়োগের ওপর এদের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য ১৯৮১ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

অর্থনীতিতে এই পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনি হলেন দশম আমেরিকান।

১৩ই অক্টোবর স্টকহোমে সুইডিশ রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমী ৬৩ বছর বয়স্ক টবিনকে "অর্থবাজারের ওপর তাঁর গবেষণা এবং ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়োগ, উৎপাদন ও দামের সঙ্গে এদের সম্পর্কের বিশ্লেষণের" জন্য এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে।

অধ্যাপক টবিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে ১৯৬১-৬২ সালে কাজ করেছেন। অতীতে প্রায়ই তাঁকে ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার পুরস্কারের একজন সম্ভাব্য বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হত।

সুইডিশ একাডেমীর মতে, টবিন তাঁর 'পোর্টফলিও নির্বাচন তত্ত্বের' সাহায্যে দেখিয়েছেন পরিবার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বাস্তব ও আর্থিক সম্পদ ধারণ ও ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত কিভাবে ঝুঁকি ও মুনাফার প্রত্যাশিত হারের বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

টবিন এই তত্ত্বে মূলতঃ কেইনসের সাধারণ তত্ত্বের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেছেন।

একাডেমী আরো বলে, "তার কাজের ফলস্বরূপ ১৯৭০-এর দিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল, সরকারী ঘাটতি বাজেট এবং সাধারণভাবে স্থিতাবস্থা নীতির প্রতিক্রিয়ার ওপর গবেষণা কর্মের উৎসাহ ঘটে।"

কনেকটিকাটের নিউ হ্যাভেনে টবিন সাংবাদিকদের বলেছেন যে, তার 'পোর্টফলিও নির্বাচন তত্ত্ব' সাধারণভাবে সমস্ত ডিম একই ঝুড়িতে না রাখার নীতি অনুমোদন করে।

এছাড়াও টবিন অত্যানুকূল প্রবৃদ্ধি তত্ত্বের ওপর কাজ করেছেন যেখানে তিনি নিওক্লাসিসিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী।

প্রেসিডেন্ট কেনেডীর অধীনে কাজ করা ছাড়াও টবিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থায় ১৯৫৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শদাতা হিসেবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারেও ১৯৬২ সাল থেকে কাজ করেছেন।

টবিন ১৯৭১ সালে আমেরিকার অর্থনীতি সমিতির প্রেসিডেন্টরূপে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৫৫-৬১ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউলস অর্থনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে যৌক্তিক, গাণিতিক ও পরিসংখ্যিক পদ্ধতির উন্নতির মাধ্যমে অর্থনীতি ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞানে প্রয়োগের জন্যে কাজ করা হয়।

ইলিনয়েসের বাসিন্দা টবিন ১৯৩৯ সালে হার্ভার্ড থেকে স্নাতক হন, ১৯৪০ সালে তিনি মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং

(৭ম পাতায় দেখুন)

নোবেল পুরস্কার

(৬ষ্ঠ পাতার পর)

একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

বিদেশে খুব বেশী পরিচিত না হলেও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমেরিকার অর্থনৈতিক সমিতি টবিনকে ১৯৫৫ সালে জন বেটস ক্লার্ক ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করে। তাঁর প্রকাশিত বইপত্রের মধ্যে রয়েছে, 'ম্যাক্রো ইকনমিকস' (১৯৭২), 'দি নিউ ইকনমিকস ওয়ান ডিকেড ওল্ডার' (১৯৭৪) এবং 'কনজাম[illegible] [illegible] রুপ' (১৯-[illegible]) শন এ্যাণ্ড ইকনমি[illegible] ৭০)।